দৈনিক সংবাদ

43

AUG. 1 3 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত

এস এম মু

সাম্প্রতিককালে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্তে অনুষ্ঠিত হলো ভবিষ্যৎ বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৬০টি দেশের প্রায় ২ হাজার প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, আগামী দ্বিনে বিজ্ঞানচর্চার ধারা, বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ, সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ই ছিল এই সম্মেলনের মুখ্য বিষয়।

এই সম্মেলনে আরেকটি বিষয় বিশেষ স্থান লাভ করে, তা হলো ঃ সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা ও প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং একে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দানে সচেষ্ট করা। গেলো কয়েক দশকে বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামাজিক আরাম আয়েশ ছাড়াও বিশেষ অবদান রাখছে পরস্পরকে জানা বোঝা ও ক্ষেত্রবিশেষে সমঝোতার দ্বার খুলে দেয়া। বিজ্ঞানের প্রভাব আজ বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সবদেশে সব সমাজেই লক্ষণীয়। ইন্টারনেটের বিশ্বজালে সহজেই আমরা পেয়ে যাই প্রয়োজনীয় খবরাখবর ঃ সেটা সিরিয়াস গবেষণার বিষয়ই হোক আর আনন্দমেলার খবরই হোক। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়ের সাথে আগামী দিনের বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়ে আমার আজকের আলোচনার সূত্রপাত করি।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা ঃ দেশের সমকালীন বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে আমার কাছে সংখ্যাভিত্তিক কোন খবরাখবর না থাকায়, এই আলোচনা আমার নিজের চিন্তা-ভাবনাই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটা সবাই স্বীকার করবেন বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পুরোপুরি অংশ না নিতে পারলেও সব সময়ই আমরা কিছু না কিছু বিজ্ঞান চর্চা করতে পেরেছি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পরই এই এলাকায় বিজ্ঞান চর্চার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯২৪ সালে সত্যেন বসুর চার পাতার গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশের পর পরই কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের যে সূচনা হলো অদ্যাবধি তার প্রয়োগ ও প্রসার বাড়ছেই।

সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক এ, এম হারুন-অর-রশীদ ও অধ্যাপক অজয় কুমার রায়ের লেখালেখিতে বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার মোটামুটি একটি ঐতিহাসিক রূপ আমরা দেখতে পাই। যেকোন ইতিহাসের মতো বিজ্ঞানের ইতিহাসও জানা দরকার আমাদের, তবে ইতিহাস চর্চাই যাতে একমাত্র চর্চা হয়ে না দাঁড়ায় সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার কোন পর্যায়ক্রমিক ধারালিখন্ আমাদের আছে কিনা সেটা আমার জানা নেই; থাকলে দেশে বিজ্ঞান চর্চার একটি রূপরেখা জানা যেতো।

যাক আমি আগামী দিনে বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণার রূপরেখা সম্পর্কে আমার একান্তই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার কথাই বলছি। সবদেশেই চলমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান গবেষণার ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য মোটামুটি একটি নীতিমালা থাকে; মোটামুটি বলছি একারণেই যে বিজ্ঞানের ফলাফল কেউ আগেভাগেই বলতে পারে না। কাজেই লব্ধ ফলাফল অনেক সময়েই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না বিধায় নীতিমালাও কিছুটা নমনীয় থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলছি ঃ বৃটেনের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল গবেষণা পরিষদ তাদের নীতিমালায় গবেষণার লক্ষ্য হিসেবে বলেছে— এই কার্যক্রম হবে বিশেষ অর্থে দেশের প্রয়োজনে ও সাধারণ অর্থে সার্বিক অর্থাৎ বিশ্বের প্রয়োজনে। যেকোন দেশের নীতিমালায় এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ বেশি কিছু বলতে গেলে বিজ্ঞান চর্চা ঠিকাদারি ব্যবসার মতো হয়ে যেতে পারে যার ফলে একজন বিজ্ঞানী তার স্বাধীনতা হারাতে পারেন [আমার এই মন্তব্য ব্যক্তি-মালিকানার কোন গবেষণা সেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়]।

বিজ্ঞান গবেষণাকে আমরা প্রথম পর্যায়ে দুই ভাগে ভাগ হলো— মৌলিক শ্রেণীবিভাগ সবদে প্রযোজ্য। এই দুই মধ্যরেখা টানা খুব এ সহজ নয় বলেই ওঁ থাকলেও মাতামাতি যাওয়া একান্তই অ সংক্ষিপ্ত আলোচনা গবেষণায় গুরুত্বানুক্র

জীব বিজ্ঞান, রসায় বিজ্ঞানের কথা ব বিজ্ঞানেই নিয়মকানুনগুলো বিধায় ভৌত প্রাধান্য দিতেই হ আজকের বিজ্ঞানে সব শাখায়ই বি

সময় বলেছি, আমাদের দেশে বুঝেই হোক অথবা না বুঝেই হোক তত্ত্বীয় ও পরীক্ষাশ্রয়ী গবেষণার গুরুত্ব নির্ণয়ে এক ধরনের কৃত্রিম দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কৃত্রিম একারণেই বলছি, এর কোন বাস্তব কারণ নেই। যিনি তাত্ত্বিক পরীক্ষণকে হেয় মনে করেন তিনি তার তত্ত্বকে যেমনি গুরুত্ব দেন না, তেমনি একই ধরনের মন্তব্য প্রযোজ্য পরীক্ষাশ্রয়ীর বেলায়ও। অনেকে না জেনেই জাপানের উদাহরণ টেনে বলেন, জাপান পরীক্ষাশ্রয়ী বিজ্ঞানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কথাটি সত্যি নয়। জাপানে মৌলিক গবেষণার উল্লিখিত দুটি শাখায়ই প্রায় সমান গুরুত্ব দেয়া হয়, যেমনটি দেয়া হয় মার্কিন মুল্লুক ও

মধ্যে আলোচনা করবে ...
ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি তাদের প্রয়োজন বহুমুখী ব্যবহারের জন্য। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে তারা এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে; কমিশন এ সকল ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের দায়িত্ব নেবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ইউরোপীয় কমিশন নিউট্রন বিচ্ছূরক যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রন ও প্রোটন ত্বরক ইত্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে; কমিশনভুক্ত দেশগুলোর বিজ্ঞানীরা পালাক্রমে এগুলোর ব্যবহার করে থাকে। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিইঃ বছর কয়েক আগে মার্কিন মুল্লুকের প্রায় গোটা

তালা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত জারাদারদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি াওয়ায় প্রায় প্রতিটি হাটেই ক্রেতা ও বক্রেতাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে চ্ছে।

দিনাজপুরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে কলেজ ছাত্র আহত

দিনাজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটি থানায় বিডিআর-এর পোশাক পরে একদল সশস্ত্র ছিনতাইকারী জনগণের প্রতিরোধের মুখে চিনি বোঝাই একট ট্রাক ছিনতাইয়ে ব্যর্থ হয়ে এক যুবককে গুলিবিদ্ধ করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৭ আগস্ট হিলি থেকে চিনি বোঝাই একট ট্রাক গোবিন্দগঞ্জ অভিমুখে যাওয়ার পথে বিকেল টার দিকে ঘোড়াঘাট থানার নূরজাহানপুর এলাকায় পৌঁছলে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকা বিডিআর-এর পোশাক পরিহিত ৬ জন সশস্ত্র ছিনতাইকারী তাদের যানটি দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এতে ট্রাকটি থেমে গেলে তাদের একজন ট্রাক চালকের আসনে বসে দিনাজপুর অভিমুখে রওনা হয়। ছিনতাই করা ট্রাকটির পেছনে অন্য ছিনতাইকারীরা মাইক্রোবাস নিয়ে অনুসরণ করতে থাকে। ঘটনার সময় এলাকার লোকজন টের পেয়ে অপর একটি ট্রাক নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে বাদুরিয়া হাটে পৌঁছলে সেখানকার লোকজন টের পেয়ে ছিনতাই হওয়া ট্রাকটিকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকলে ছিনতাইকারীরা জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে ছিনতাইকৃত ট্রাক রেখেই ছিনতাইকারীরা মাইক্রোবাস নিয়ে পালিয়ে যায়। ছিনতাইকারীদের গুলিতে নবাবগঞ্জ থানার হরিনাথপুর কলেজের একজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। তাকে ঘোড়াঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

রাখা হয়।

নিহত কবিরের পারিবারিক সূ যায়, ঘটনার দিন রাত ৯টার দি তাদের বাড়ির পাশে ফুপুর বাড়ি যায়। এ সময় বাড়ি থেকে কিছু আর্তচিৎকার শোনা যায়। কিন্তু মাতালদের দৌরাত্ম্যের কারণে ভ কেউ বাইরে আসতে সাহস পায়নি বাড়ির রান্নাঘরে দড়ি দিয়ে লাশ রাখতে দেখা যায়। লাশের গলা এবং পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কে হয়।

বেশ কিছুদিন ধরে কবিরের সাথে স্থানীয় কিছু প্রতিবেশীর ঝগ চলছিল। এ নিয়ে থানায় মামলা ব বিভিন্ন হুমকি দেয়া হয়। হ শত্রুতার জের হিসেবে হয়েছে বলে পরিবার দাবি করছে। অপরদিকে মহল ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে চালাচ্ছে।

আট বছরের শি শ্লীলতাহানি

রাজশাহী থেকে নিজস্ব প্রতি রাজশাহীর মোহনপুরে ৮ বছরের এ কন্যা শ্লীলতাহানির শিকার শিশুটিকে আশংকাজনক অবস্থায় ভ হয়েছে রাজশাহী মেডিক্যাল হাসপাতালে।

পুলিশ জানায়, গত ৮ই আগস্ট ১২টার দিকে মোহনপুর থানার গ্রামে এই ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। অন্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে প্র কিনু মণ্ডলের ছেলে আতাউর (২ শিশুটিকে তার বাড়িতে নিয়ে যা তার মুখে গামছা বেঁধে তার শ্লীল করে। পরে শিশুটিকে রক্তাক্ত মোহনপুর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল হ স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

মুন্সিগঞ্জে ছাত্রলীগ ক ছুরিকাহত ॥ রিকশ ভাঙচুর ॥ অবরো

মুন্সিগঞ্জ থেকে সংবা জানান ঃ গত বুধবার দুপুর ১টায় মু শহরের মুক্তারপুর এলাকার ছাত্র কর্মী হিমেল ছুরিকাহত হয়েছে।

খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগের শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে কিছুসংখ্যক রিকশা ভাঙচুর করে। চত্বর থেকে সুপার মার্কেট পর্যন্ত

র খবর

য়াহিয়া মোল্লা। বিকেলে ধর্মরক্ষিণী ভাগৃহে চিত্তরঞ্জন বণিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'মানব কল্যাণে ধর্ম' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ আলাউদ্দিন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নিখিল সেন। স্বামী